গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ বন, ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

রাবার গবেষণা নীতিমালা, ২০২৪

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এর মূল দায়িত্ব হচ্ছে রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ণ, রাবার বাগান সৃজন, রাবার শিল্প স্থাপন ও রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন, রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ এবং গবেষণার নিমিত্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ ইনিস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। রাবার বাগান সৃজনের জন্য রাবার চাষের উপযোগী জমি চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরী। রাবার শিল্প স্থাপন ও রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল নতুন ক্লোন উদ্ভাবন ও ক্লোনের উন্নয়ন, টেপিং, প্রক্রিয়াকরণ ও রাবারের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত ও আর্থিক গবেষণা, প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ, রাবার চাষ ও শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীর কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য সামাজিক ও কারিগরি গবেষণা অত্যাবশ্যক।

রাবারের গুণগত মান উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন, রাবার মালিকদের সমস্যা সমাধান করে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সম্পর্কে পুস্তক, প্রতিবেদন ও সাময়িকী প্রকাশ, কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনা করাও এর অন্যতম দায়িত্ব। বর্তমান প্রেক্ষাপটে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম এবং সরকারি নীতি নির্ধারণে গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশ সহায়ক হয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানসমূহকে গবেষণা কাজে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হলে আমাদের এ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে নীতিমালাটি প্রণীত হয়েছে বিধায় মুদ্রণজনিত প্রমাদ থাকতে পারে। এ সম্পর্কে কারো কোন মতামত থাকলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তী সংস্করণ তা প্রতিফলিত হবে।

চেয়ারম্যান
(অতিরিক্ত সচিব)

তারিখ:

প্রথম অধ্যায়

নামকরণ, সংজ্ঞা ও গবেষণা নীতিমালার উদ্দেশ্য

১. নামকরণ এবং প্রারম্ভিকতা

১.১ এ নীতিমালা বাংলাদেশ রাবার বোর্ড-এর গবেষণা নীতিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হবে;

১.২ এ গবেষণা নীতিমালাটি অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে বলবৎ হবে;

২. সংজ্ঞা

২.১ আইন বলতে- বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের আইন, ২০১৩- কে বোঝাবে;

২.২ বিআরবি বলতে- বাংলাদেশ রাবার বোর্ড - কে বোঝাবে;

২.৩ বোর্ড বলতে- বিআরবি'র পরিচালনা বোর্ড- কে বোঝাবে;

২.৪ কমিটি বলতে- বাংলাদেশ রাবার বোর্ডে'র গবেষণা কমিটি-কে বোঝাবে;

২.৫ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (Head of the Procuring Entity-HOPE) বলতে-বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান-কে বোঝাবে;

২.৬ পরামর্শক বলতে- বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য ক্রয়কারীর সহিত চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান;

২.৭ চেয়ারম্যান বলতে- বিআরবি'র চেয়ারম্যান-কে বোঝাবে:

৩. গবেষণা নীতিমালার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (বিআরবি)- এর গবেষণা নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহকে দু'ভাবে উপস্থাপন করা হলো-

যথাঃ ১. গবেষণার উদ্দেশ্য ২. গবেষণা নীতিমালার উদ্দেশ্য

৩.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

ক) বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের আইন, ২০১৩ অনুসারে রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/ সুপারিশ প্রদান;

খ) রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ণ;

গ) বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ, ফলপ্রসূতা যাচাই এবং বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে সমীক্ষা (Impact assessment) পরিচালনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান;

ঘ) রাবার বাগান সৃজনের জন্য রাবার চাষের উপযোগী জমি চিহ্নিত করা;

ঙ) রাবার শিল্প স্থাপন ও রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ক্লোন আবিষ্কার ও উৎপাদন;

চ) টেপিং, প্রক্রিয়াকরণ ও রাবারের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত ও আর্থিক গবেষণা;

ছ) প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ, রাবার চাষ ও শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীরের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য সামাজিক ও কারিগরি গবেষণা;

জ) সরকারের অনুরোধে একক ও যৌথভাবে এবং পরিচালনা বোর্ডের নির্দেশনায় রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সম্পৃক্ত যে কোন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;

৩.২ গবেষণা নীতিমালার উদ্দেশ্য

ক) গবেষণা শিরোনাম নির্ণয়ে অনুসরণীয় পদ্ধতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রণয়ন;

খ) গবেষণা প্রকল্প/ গবেষণা সমীক্ষার ধরণ, গবেষণা প্রস্তাবের রূপরেখা, প্রস্তাব আহ্বান, যাচাইয়ের মানদন্ড নির্ধারণ ও যাচাই প্রক্রিয়ার অনুসরণীয় পদ্ধতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান;

গ) গবেষণা প্রকল্প/ সমীক্ষা নির্বাচন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান;

ঘ) গবেষণা প্রকল্প/ সমীক্ষা পরিচালনার যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলী নির্ধারণ;

ঙ) গবেষণা প্রকল্প/ গবেষণা সমীক্ষার আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিষয়ে ধারণা প্রদান;

চ) গবেষণা প্রকল্প/ গবেষণা সমীক্ষা প্রতিবেদন মূল্যায়ন, মনিটরিং পদ্ধতি বিষয়ে ধারণা প্রদান; এবং

ছ) অর্থের জবাবদিহিতা ও বিবিধ বিষয়ে ধারণা প্রদান করা এ নীতিমালার উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়
গবেষণা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

২.১ গবেষণা কমিটি নিম্নরূপ:

১)	পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা), বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	: আহ্বায়ক
২)	পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা), বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	: সদস্য
৩)	রেক্টর, বিপিএটিসি কর্তৃক মনোনীত পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন প্রতিনিধি	: সদস্য
৪)	মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক মনোনীত পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন প্রতিনিধি	: সদস্য
৫)	পরিচালক, বিএফআরআই কর্তৃক মনোনীত পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন প্রতিনিধি	: সদস্য
৬)	যেকোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত লোক প্রশাসন বিভাগের একজন অধ্যাপক	: সদস্য
৭)	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিআরবি	: সদস্য-সচিব

সভায় ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

উল্লেখ্য, কমিটির সভাপতিসহ সকল সদস্য সভায় উপস্থিত থাকা সাপেক্ষে প্রতি সভার জন্য প্রত্যেক সদস্য ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

২.২ কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

ক) বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সকল গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সুপারিশ;
খ) নির্ধারিত সময়ে গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং অর্থ ছাড়ের সুপারিশ;
গ) গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা সম্পর্কে মতামত প্রদান;
ঙ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (পিপিএ, ২০০৬) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮(পিপিআর, ২০০৮) এর আলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ে প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির (PEC) দায়িত্ব পালন করবে;
ছ) গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনার সময়সীমা এবং কর্ম এলাকা চুড়ান্তকরণে সুপারিশ প্রদান;

২.৩ গবেষণা/ সমীক্ষার ধরণ:

গবেষণা প্রকল্প/ গবেষণা সমীক্ষার ধরণ নিম্নরূপ;

১. "ক" শ্রেণির গবেষণা- এটি বড় ধরণের গবেষণা বা সমীক্ষা:

১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) বা তদুর্ধ্ব টাকা এবং অনুর্ধ্ব ৩ (তিন) অর্থ বছর (FY) মেয়াদি হবে। বিশেষ করে যে সকল বিষয়ে ফলাফল পেতে দীর্ঘ মেয়াদি গবেষণা প্রয়োজন বা ডাটা সংগ্রহের ব্যাপ্তি ও কার্যপরিধির কারণে একাধিক বছর প্রয়োজন হতে পারে অথবা বা প্রায়োগিক গবেষণার (Action Research) ডাটা সংগ্রহের ব্যাপ্তি বিবেচনায় এ ধরণের গবেষণা ও মেয়াদ নির্ধারিত হবে। সাধারণভাবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ ধরণের গবেষণা পরিচালিত হবে।

২. "খ" শ্রেণির গবেষণা- এটি মাঝারি ধরণের গবেষণা বা সমীক্ষা:

অনধিক ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা এবং অনুর্ধ্ব ২(দুই) অর্থ বছর (FY) মেয়াদি হবে। কার্যপরিধি ও গবেষণা প্রয়োজন বা ডাটা সংগ্রহের ব্যাপ্তি ও কার্যপরিধির কারণে একাধিক বছর লাগতে পারে ।

৩. "গ" শ্রেণির গবেষণা- এটি সাধারণ ধরণের গবেষণা বা সমীক্ষা:

অনধিক ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা- ১(এক) বছর (FY) মেয়াদি। এ ধরণের গবেষণা স্থানীয় ব্যক্তি পরামর্শক নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং একই অর্থ বছরের মধ্যে গবেষণা কর্ম সমাপ্ত হবে।

গবেষণা কমিটি বাজেট ও চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বানের পূর্বেই গবেষণার ধরণ ও সংখ্যা নির্ধারণ করবে। 'ক' ও 'খ' শ্রেণির গবেষণা প্রস্তাবে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, লক্ষ্যমাত্রা, আর্থিক বাজেট, ব্যয়-পরিকল্পনা, সুনির্দিষ্ট Deliverable অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য, গবেষণা প্রকল্প/গবেষণা সমীক্ষার আর্থিক পরিমাণ পিপিআর এর বিধানাবলী সাপেক্ষে গবেষণা কমিটির

সুপারিশক্রমে হোপ হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে। গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর কোনক্রমেই গবেষণার বাজেট ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবেনা।

২.৪ গবেষণা/ সমীক্ষার প্রস্তাবনা আহবান

প্রত্যেক অর্থবছরে গবেষণা/সমীক্ষা প্রস্তাবনা আহবান করার লক্ষ্যে বহুল প্রচারিত যে কোন দুইটি জাতীয় দৈনিক (একটি বাংলা, একটি ইংরেজি) পত্রিকায় গবেষণা/সমীক্ষার আগ্রহব্যক্তকরণ (Expression of Interest- EOI) পত্র আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।

২.৫ উন্মুক্তকরণ ও প্রাথমিক বাছাই কমিটি নিম্নরূপ:

ক) উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) : আহবায়ক
খ) উপ-পরিচালক (প্রশাসন) : সদস্য
গ) সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) : সদস্য-সচিব

২.৫.১ উন্মুক্তকরণ ও প্রাথমিক বাছাই কমিটির কার্যপরিধি:

ক) কমিটি বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত গবেষণার বিষয়বস্তুসমূহ বাছাইপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করে পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর নিকট উপস্থাপন;
খ) পিপিআর অনুযায়ী সকল দলিল প্রস্তুতকরণ, সংক্ষিপ্ত তালিকাকরণ (মানদন্ড প্রস্তুত ও প্রাথমিক বাছাই);
খ) গবেষণা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ;
গ) প্রত্যেক সদস্য প্রতি সভায় উপস্থিত সাপেক্ষে পিপিআর অনুসারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

২.৬ গবেষণা/সমীক্ষা প্রস্তাবের রূপরেখা (কারিগরী ও আর্থিক):

গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা প্রস্তাবনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত রূপরেখা অনুসৃত হবে:

ক) গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার শিরোনাম

খ) ভূমিকা

গ) গবেষণা সমস্যা/ চাহিদা (Research Problem/ Demand):

ঘ) গবেষণার যৌক্তিকতা;

ঙ) গবেষণার উদ্দেশ্য;

চ) গবেষণার পরিধি;

ছ) গবেষণা পদ্ধতি (বিশদ বিবরণসহ);

জ) লিটারেচার রিভিউ (Literature Review)/প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গবেষণা পর্যালোচনা;

ঝ) উপাত্ত উপস্থাপন/বিশ্লেষণ পরিকল্পনা;

ঞ) গবেষণা/সমীক্ষায় নিয়োগযোগ্য ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ;

ট) সময়সূচিসহ কর্ম পরিকল্পনা (Work plan with Time line):

ঠ) বাজেট বিভাজন;

ড) মুখ্য পরামর্শক/মুখ্য গবেষক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত; এবং

ঢ) তথ্যসূত্র।

২.৭ গবেষণা/সমীক্ষা নির্বাচন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা নির্বাচন ও অনুমোদনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ সম্ভাব্য সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে।

ক) প্রতি অর্থ বছরে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে গবেষণা/সমীক্ষার সংখ্যা নির্ধারণ করে গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ (পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য); : জুন

খ) স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন ও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরবর্তী অর্থ বছরের গবেষণা প্রকল্প/ সমীক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে EOI আহ্বান; : জুলাই

গ) গবেষণা প্রস্তাৰ দলিল (Documents) চূড়ান্তকরণ ও প্রস্তাব আহ্বান : আগস্ট

ঘ) গবেষণা প্রকল্প/ সমীক্ষা অনুমোদন ও চুক্তি স্বাক্ষর : সেপ্টেম্বর

ঙ) Inception Report দাখিল ও গবেষণা শুরু : অক্টোবর

চ) "ক" ও "খ" শ্রেণির গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট বাজেটের (Fixed Budget Based Selection- FBBS) অধীন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন (Selection of Consulting firm- SCF) পদ্ধতি এক্ষেত্রে অনুসরণীয় হবে,

ছ) "গ" শ্রেণির গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট বাজেটের (FBBS) অধীন ব্যক্তি পরামর্শক নির্বাচন (Selection of Individual Consultant SIC) পদ্ধতি এক্ষেত্রে অনুসরণীয় হবে;

জ) যে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা গবেষণা কার্যক্রমে যুক্ত হতে চাইলে আবেদন কালে তাঁকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি পত্র দাখিল করতে হবে। অনুমোদন না থাকলে উক্ত আবেদন যা প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য হবে;

ঝ) গবেষণা কমিটি গবেষণা বা সমীক্ষা প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে প্রয়োজনে ব্যক্তি বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটি আলোচনা সাপেক্ষে গবেষণার বাজেট, পরিধি, ব্যাপ্তি বা গবেষণা শিরোনাম (Research Title) সংশোধনের জন্য সুপারিশ করতে পারবে।

ঞ) গবেষণা কমিটির সকল সুপারিশ মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

ট) গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা অনুমোদনের জন্য স্ব স্ব গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা প্রস্তাবের সাথে বর্ণিত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে Inception Report and Questionnaire গবেষণা কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

২.৮ গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার মেয়াদ

গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা সম্পন্ন করার মেয়াদ 'গ' শ্রেণির গবেষণার জন্য সাধারণভাবে অর্থ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু 'ক' ও 'খ' শ্রেণির গবেষণার জন্য যথাক্রমে ৩ (তিন) ও ২(দুই) অর্থ বছর মেয়াদী হবে।

তবে, বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার চুড়ান্ত প্রতিবদেন মুদ্রণ/প্রকাশের কাজটি বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান (হোগ) প্রয়োজনবোধে প্রাথমিকভাবে ২ (দুই) মাস ও বিশেষ ক্ষেত্রে/দূর্যোগকালীন সর্বোচ্চ ৬(ছয়) মাস বৃদ্ধি করতে পারবেন।

২.৯ গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা আরম্ভ

স্ব স্ব পরামর্শক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইনসেপশন রিপোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট মনিটরিং অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত Questionnaire গবেষণা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন। গবেষণা কমিটির সুপারিশ মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হলে পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার অনুকূলে আদেশ জারি করবেন এবং মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে।

২.১০ গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রতিটি গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা'র আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে মনিটরিং অফিসারের মতামতসহ পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) এর নিকট দাখিল করবেন। গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগের মাসিক সভায় চলমান গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষাসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

২.১১ মধ্যবর্তী অগ্রগতি (Interim Progress) প্রতিবেদন পর্যালোচনা

'ক' ও 'খ' শ্রেণির ক্ষেত্রে গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার ক্ষেত্রে স্ব স্ব পরামর্শক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মূখ্য পরামর্শক ৬ (ছয়) মাস অন্তর গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন গবেষণা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। কিন্তু 'গ' শ্রেণির ক্ষেত্রে গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার ক্ষেত্রে স্ব স্ব পরামর্শক বা মূখ্য পরামর্শক প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন। গবেষণা কমিটি অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরামর্শক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে অনুমোদিত পদ্ধতি (Methodology) অনুযায়ী তথ্য-উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা, কোন অনিয়ম হলে তা প্রদত্ত পরামর্শ মোতাবেক সংশোধন করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং অফিসারের মতামত এবং গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মধ্যবর্তী প্রতিবেদন সন্তোষজনক হলে ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে।

২.১২ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড-এর সভায় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন

প্রতিটি গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার সারসংক্ষেপসহ খসড়া প্রতিবেদন রাবার বোর্ডর মাসিক সমন্বয় সভায় সংশ্লিষ্ট পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান উপস্থাপন করবে।

২.১৩ গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদন

প্রতিটি গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার প্রতিবেদন নির্ধারিত প্রক্রিয়া সম্পন্নপূর্বক গবেষণা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্প/সমীক্ষার প্রতিবেদন মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

২.১৪ গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও সমন্বয় বিল-ভাউচার দাখিল করতে হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের রূপরেখা নিম্নরূপ হবে-

ক) ভূমিকা;
খ) নির্বাহী সারসংক্ষেপ;
গ) গবেষণার যৌক্তিকতা;
ঘ) গবেষণার উদ্দেশ্য;
ঙ) গবেষণার পরিধি;
চ) গবেষণা এলাকা;
ছ) সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে);
জ) গবেষণা পদ্ধতি (বিশদ বিবরণসহ);
ঝ) লিটারেচার রিভিউ (Literature Review)/প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গবেষণা পর্যালোচনা;
ঞ) উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;
ট) ফলাফল;
ঠ) ফলাফল বিশ্লেষণ;

ড) সুপারিশ (যথাসম্ভব ম্যাট্রিক্স ফরমেটে);
ঢ) উপসংহার;
ণ) তথ্যসূত্র।

২.১৫ গবেষণা/সমীক্ষা প্রতিবেদনের স্বত্ত

ক) প্রতিটি গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা প্রতিবেদনের স্বত্ব বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
খ) বাংলাদেশ রাবার বোর্ড জার্নালে প্রকাশের জন্য আর্টিকেল ফরমেটে অবশ্যই চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনের সাথে একটি কপি (সফট্ ও হার্ড কপি) পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) এর নিকট দাখিল করতে হবে।
গ) বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের জার্নালে গবেষণা প্রতিবেদন মুদ্রণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কোন সম্মানি প্রাপ্য হবেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা পরিচালনার যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্ত

৩.১ গবেষণা/সমীক্ষার পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মুখ্য গবেষক/দলনেতা ও সদস্যগণের যোগ্যতা

(ক) গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্মকর্তাগণ ব্যক্তি পরামর্শক হিসেবে গবেষণা পরিচালনা করতে পারবেন। তিনি অন্য কোন এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে তাঁর সাথে গবেষণার কাজে সম্পৃক্ত করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সম্পৃক্ত কর্মকর্তার জন্য Terms of Reference (ToR) প্রস্তুত করে একটি নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষরসহ সম্পাদন করতে হবে। এতে সম্পৃক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব, কর্তব্য, কাজের পরিধি ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে। সম্পৃক্ত কর্মকর্তা রাবার বোর্ডের হলে রাবার বোর্ড সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানে সাথে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কোন কর্মকর্তা গবেষণা কাজে সম্পৃক্ত হতে চাইলে সেক্ষেত্রেও তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব বিঘ্ন হবেনা এ শর্তে রাবার বোর্ড কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন নিতে হবে।

উভয় ক্ষেত্রেই আবেদন/গবেষণা প্রস্তাবের সাথে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ও অনুমতি পত্র সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় আবেদন/গবেষণা প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য হবে।

(খ) গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষায় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রাবার বোর্ড বহির্ভূত যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা পরিচালনায় সম্পৃক্ত করা যাবে। রাবার বোর্ড বহির্ভূত কর্মকর্তা সম্পৃক্ত হলে একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ও স্বাক্ষরযুক্ত নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প দাখিল করতে হবে।

গ) বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ব্যতিত গবেষণা কাজে গবেষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বছর ভিত্তিক পরিকল্পিত মোট গবেষণা কর্মের নূন্যতম ২৫% গবেষণার সাথে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্মকর্তাগণ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকতে পারবে না।

৩.২ গবেষকদের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তসমূহ

ক) বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণায় বিআরবি কর্মকর্তাগণ এক অর্থ বছরে অনধিক (দুই)টি গবেষণা/সমীক্ষায় নিযুক্ত হতে পারবেন।

খ) নিয়মিত গবেষণার বাইরে বিআরবির বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ কর্মকর্তাগণ রুটিন দায়িত্ব হিসেবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গবেষণা প্রকল্প/ সমীক্ষা পরিচালনা করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কোন গবেষণা ফি প্রাপ্য হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৪.১ তহবিলের উৎস

ক) বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের গবেষণা উপ-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ;

খ) সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সাথে যৌথভাবে গৃহীত গবেষণা/সমীক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ;

গ) বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাথে দেশী ও বিদেশী সংস্থার সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক/চুক্তিতে উল্লেখিত খাতের অর্থ; এবং

ঘ) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অনুদান সহায়তা।

৪.২ যৌথ অর্থায়নে গবেষণা

বিআরবি অন্যান্য দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে যৌথ অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি ভিত্তিতে গবেষণার আর্থিক ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারিত হবে।

৪.৩ গবেষণা প্রকল্প/ সমীক্ষা ফি:

ক) প্রতিটি গবেষণা প্রকল্প/ সমীক্ষা প্রতিবেদন গবেষণা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মানসম্পন্ন হতে হবে এবং গবেষণা ব্যয়ের অনধিক ৫০% অর্থ গবেষণা সম্মানী হিসেবে পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে প্রদান করা যাবে।

খ) বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ব্যতিত বিদেশী বা উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প/ সমীক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী বা উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ফি/ সম্মানীর পরিমাণ ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারিত হবে।

গ) বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এবং দেশী-বিদেশী সংস্থার যৌথ গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার ক্ষেত্রে সমঝোতা স্মারক/চুক্তির ভিত্তিতে শর্তাবলীতে বর্ণিত হারে সম্মানী/ফি প্রযোজ্য হবে; এবং

ঘ) অন্য প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার সাথে যৌথভাবে যৌথ গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তাবলীতে বর্ণিত হারে সম্মানী/ফি প্রাপ্য হবে।

৪.৪ প্রাপ্ত ফি'র এক-তৃতীয়াংশ সরকারি খাতে জমাদান

এফ, আর এন্ড এস, আর (Fundamental Rules and Supplementary Rules) এর বিধি- ৯(৯) অনুসারে গবেষণা প্রকল্প/ সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পারিশ্রমিক (Remunaration) রাজস্ব খাত হতে প্রদেয় এবং তা সম্মানীর সংজ্ঞাভুক্ত বিধায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে আয় কর/উৎসে কর/ভ্যাট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড রাজস্ব খাত ভিন্ন অন্য কোন উৎসের অর্থায়নে কোন গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালিত হলে তা ফি'র সংজ্ঞাভূক্ত বিধায় এফ, আর এন্ড এস, আর এর বিধি-১২ অনুসারে প্রাপ্ত 'ফি'র এক-তৃতীয়াংশ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

৪.৫ মূল্যায়নকারী (Evaluators) ও মূল্যায়নকারীগণের সম্মানী

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড গবেষণা কমিটি গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা কার্যক্রম চূড়ান্ত মূল্যায়নের লক্ষ্যে ২ (দুই) জন মূল্যায়নকারী মনোনীত করবেন-যার মধ্যে একজন হবেন বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সদস্য এবং অন্যজন হবেন রাবার বোর্ড বহির্ভূত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। উভয় মূল্যায়নকারী মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং এ প্রতিবেদন গবেষণা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এ ছাড়াও মূল্যায়ন প্রতিবেদন গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সাথে সামিল করতে হবে। প্রত্যেক মূল্যায়নকারী ৮,০০০/ (আট হাজার) টাকা সম্মানী প্রাপ্য হবেন এবং এ অর্থ সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মিটানো হবে।

৪.৬ মনিটরিং কর্মকর্তা ও মনিটরিং কর্মকর্তার সম্মানী

প্রতিটি গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার বিপরীতে একজন মনিটরিং কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। মনিটরিং কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার কার্যক্রম তদারকি, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সহযোগিতা, নিয়মিতভাবে মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করবেন। তাঁর উপস্থিতিতে এ প্রতিবেদন গবেষণা বিভাগের মাসিক সভায় উত্থাপিত ও আলোচনা হবে। আলোচনার পর গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহন করবেন। মনিটরিং কর্মকর্তা ৮,০০০/ (আট হাজার) টাকা সম্মানী প্রাপ্য হবেন এবং এ অর্থ সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষায় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মিটানো হবে;

৪.৭ গবেষণা/সমীক্ষার বাজেট বিভাজন

ক) গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা ব্যয়:

১) গবেষণা/সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট গবেষক ও সহকারীর যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা;

২) গবেষণা সহযোগী, সহকারী, উপাত্ত সংগ্রহকারীর পারিশ্রমিক;

৩) গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার জন্য আয়োজিত কর্মশালা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) মতবিনিময় সভা, ইত্যাদি আয়োজন ব্যয়, এবং

৪) খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন (মুদ্রিত ১০ কপি) ও পুনর্মুদ্রণ ব্যয়, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, ইত্যাদি);

৫) মূল্যায়নকারীগণ এবং মনিটরিং কর্মকর্তার সম্মানী।

খ) বাজেট বিভাজনে পরামর্শক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ফি গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা মোট ব্যয়ের ৫০% এর অধিক প্রস্তাব করা যাবে না।

গ) অনুমোদিত গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যয়ের খাত, উপ-খাত উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত বাজেট প্রস্তাবনা গবেষণা প্রস্তাবনার সাথে পৃথক খামে একত্রে প্রণয়ন ও দাখিল করতে হবে।

ঘ) সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সাথে যৌথভাবে সম্পাদিত গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার ক্ষেত্রে সমঝোতা স্মারক/চুক্তিতে উল্লেখিত বরাদ্দ হতে ব্যয় মিটানো হবে।

৪.৮ গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনার জন্য অর্থ ছাড়, অব্যয়িত অর্থ ফেরৎ ও সমন্বয়

গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত ৩টি (তিন) সমান কিস্তিতে অর্থ ছাড় করা হবে;

ক) ১ম কিস্তি: সন্তোষজনক ইনসেপশন রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে;

খ) ২য় কিস্তি: সন্তোষজনক মধ্যবর্তী অগ্রগতি প্রতিবেদন (Interim Report) প্রাপ্তি সাপেক্ষে; এবং

গ) ৩য়/চূড়ান্ত কিস্তি: পূর্বে গৃহীত দুই কিস্তির সকল অর্থ সমন্বয় (ব্যয় বিবরণী ও মূল বিল-ভাউচার প্রদান) দাখিল এবং সন্তোষজনক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে। সন্তোষজনক বলতে গবেষণা কমিটি কর্তৃক সুপারিশ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদন বুঝাবে।

ঘ) 'ক' ও 'খ' ধরণের গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রস্তাবে অর্থ বছর ভিত্তিক বাজেট বিভাজনের উপর ভিত্তি করে কিস্তির আর্থিক পরিমান নির্ধারিত হবে।

৪.৮.১ যৌথভাবে পরিচালিত কোন গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষায় রাবার বোর্ড বহির্ভূত গবেষক যুক্ত থাকলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড গবেষণা/সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট মুখ্য পরামর্শক বা মূখ্য গবেষকের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হবে এবং তিনি সকল আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবেন।

৪.৮.২ গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা কার্য পরিচালনার জন্য ভ্রমণকাল দাপ্তরিক কাজে কর্মরত হিসেবে গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার বাজেটের বরাদ্দ হতে উক্ত ভ্রমণের ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।
ক) বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের গবেষণা উপখাত বহির্ভূত যে কোন প্রকল্পের অধীনে গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা পরিচালিত হলে ভ্রমণসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প খাত হতে নির্বাহ করতে হবে।
খ) সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সাথে যৌথভাবে সম্পাদিত গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার ক্ষেত্রে সমঝোতা স্মারক/চুক্তিতে উল্লিখিত বরাদ্দ হতে ব্যয় মিটানো হবে।

৪.৮.৩ সকল গবেষক বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বহির্ভূত হলে উক্ত গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষার অর্থ সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড় করা যেতে পারে। তবে চুক্তিপত্র অনুযায়ী সকল আর্থিক দায়- দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাবে।

৪.৮.৪ যৌথভাবে সম্পাদিত কোন গবেষণা/সমীক্ষায় পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গবেষণা কর্ম পরিচালনা করতে অপারগতা প্রকাশ করলে দলের অন্যান্য সদস্যগণ গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগ/গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে উক্ত গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষাটি পরিচালনা করতে পারবে। এক্ষেত্রে অব্যয়িত অর্থ যথাযথ খাতে ফেরত প্রদান করতে হবে।

৪.৮.৫ অনুমোদিত গবেষণা কর্মের অনুকূলে অর্থছাড় করার পর কোন কারণে পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষাটি পরিচালনায় ব্যর্থ হলে বা মধ্যবর্তী অগ্রগতি প্রতিবেদন বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন সন্তোষজনক না হলে গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালক উক্ত গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষাটি বাতিল করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে গৃহীত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড অনুকুলে ফেরত প্রদান করতে হবে।

৪.৮.৬ অনুমোদিত গবেষণা/সমীক্ষার পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাময়িকভাবে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নিয়োগকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর যাবতীয় দায়ভার সংশ্লিষ্ট পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাবে।

৪.৮.৭ পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা প্রকল্প/গবেষণা সমীক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে আইটি ও ভ্যাটসহ অন্যান্য কর/উৎসে কর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তন করে যথাযথ খাতে জমা প্রদান করতে হবে এবং এর প্রমাণক সমন্বয় বিলের সাথে দাখিল করতে হবে।

৪.৯ পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মুখ্য পরামর্শক/মুখ্য গবেষকের লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন পত্র:

ক) গবেষণা/সমীক্ষা কাজে নিয়োজিত পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকেই এই মর্মে লিখিত সম্মতিপত্র জ্ঞাপন করবেন যে, তিনি/তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট গবেষণা/সমীক্ষা কাজ সম্পাদনে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। কোন কারণে গবেষণা/সমীক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে অব্যাহতি নিলে পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে গৃহীত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকুলে ফেরত প্রদান করতে হবে।
খ) তবে বিশেষ বিবেচনায় গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালক অর্থ ফেরৎ প্রদান হতে অব্যাহতির বিষয় বিবেচনা করতে পারেন।

৪.১০ অর্থের জবাবদিহিতা

ক) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মুদ্রিত ১০ (দশ) কপি সফট্ কপিসহ পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) এর নিকট দাখিল করতে হবে।
খ) অবহেলা, অপারগতা, উদাসীনতা ইত্যাদি কারণে চূড়ান্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে উপস্থাপন করা না হলে সংশ্লিষ্ট মূখ্য পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে গৃহীত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড অনুকুলে ফেরত প্রদান করতে হবে।
গ) কর্তৃপক্ষের নিকট বিবেচিত কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়া গবেষণা কাজ অসমাপ্ত রাখলে কর্তৃপক্ষ উক্ত গবেষণা কাজ বাতিল করাসহ এ বাবদ প্রদত্ত যাবতীয় অগ্রিমের অর্থ ফেরৎ দানের আদেশ দিতে পারবেন ।
ঘ) গবেষণা কমিটির নিকট প্রতিবেদন মানসম্মত বিবেচিত হলে গবেষকগণ গবেষণা ফি পাওয়ার যোগ্য হবেন। এবং
ঞ) যদি কোন গবেষণা/সমীক্ষার ব্যয়ভার মেটানোর পর কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তা যথাসময়ে কর্তৃপক্ষ বরাবর ফেরৎ প্রদান করতে হবে।

৪.১১ নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ

চুক্তিপত্রে বর্ণিত শর্ত মতে গবেষণা/ সমীক্ষার হিসাব সংক্রান্ত ব্যয়ে নিরীক্ষায় আপত্তি দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।